

দ্য সাকসেস ব্লুপ্রিন্ট THE SUCCESS BLUEPRINT

সাইফুল হোসেন



ইত্তাদি গ্রন্থ প্রকাশ



প্রকাশনার দুই দশক পেরিয়ে

দ্য সাকসেস ব্লুপ্রিন্ট

আত্মউন্নয়ন

সাইফুল হোসেন

স্বত্ব

লেখক

প্রথম প্রকাশ

জুন ২০২৫

প্রকাশক

ইত্তাদি গ্রন্থ প্রকাশ

৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০২-৪১০৫২৯৫০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২

e-mail : ittadisutrapat@gmail.com

web : www.ittadibooks.com

পরিবেশক

যুক্তরাষ্ট্র : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

ভারত : বইবাংলা, ব্লক-২, কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১২

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com/ittadi

boiferry.com/ittadi

boisodai.com/ittadi

প্রচ্ছদ

সব্যসাচী মিত্রি

পৃষ্ঠাবিন্যাস

বন্ধ কন্পিউটার্স

ছাপাখানা

নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস

১০/১ বি কে দাশ রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

মূল্য : ৬০০ টাকা

The Success Blueprint by Shaiful Hossain, Published by Ittadi Grantho Prokash, 1st Published: June 2025. Price Tk. 600, ISBN: 978 984 905 101 7

উৎসর্গ

সারিনা হোসেন

আমার প্রাণপ্রিয় কন্যা

যার লেখনী আমাকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়।

আমি বিশ্বাস করি সে একদিন লিখে বিশ্ব পরিমণ্ডলে
বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করবে। সে একজন ভালো মানুষ
হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে—এই প্রত্যাশা।

সফলতার পথে প্রথম পদক্ষেপ

জীবনকে যদি একটি দীর্ঘ যাত্রার সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে সেই যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে প্রশ্ন উঠে আসে—‘আমি জীবনে কী অর্জন করতে চাই?’, ‘আমি যে পথ বেছে নিয়েছি, তা কি সঠিক?’, কিংবা ‘কেন আমার জীবন আরও অর্থবহ হতে পারে না?’—এসব প্রশ্ন কখনো আমাদের থমকে দেয়, কখনো অনুপ্রাণিত করে। এই বইটি এমনই কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে একটি দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করি।

আমাদের জীবনকে সফল করার পথে কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের চিন্তাধারা যুগ যুগ ধরে পথপ্রদর্শক হয়ে রয়েছে। নেপোলিয়ন হিলের *Think and Grow Rich*, টনি রবিনসের *Awaken The Giant Within*, জিম রনের জীবনদর্শন, ডেল কার্নেগির *How to Win Friends and Influence People*, রবার্ট কিয়োসাকির *Rich Dad Poor Dad*, জন সি ম্যাক্সওয়েলের নেতৃত্বের পাঠ এবং সাইমন সিনেকের *Start with Why*—এই বইগুলোসহ অন্যান্য অনেক বই থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে বইটি লিখতে। আমি চেষ্টা করেছি কখনো গল্প আকারে, আবার কখনো টেক্সট আকারে মূল বক্তব্য তুলে আনতে। আমরা জানি, গল্পের শক্তি অন্যরকম। একটি ভালো গল্প কেবল শোনানো হয় না, এটি অনুভব করায়, শেখায় এবং অনুপ্রাণিত করে। তাই আপনারা প্রতিটি অধ্যায়ে ছোট ছোট গল্পের সাথে মুক্ত ও প্রাণবন্ত আলোচনার এক শৈলী পাবেন, যা আপনাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে সামনে যেতে এবং নতুন নতুন ধারণা পেতে। তাছাড়া বইটির পুরো কলেবর জুড়ে চেষ্টা করেছি ছোট কিন্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলো আপনাদের সামনে সহজভাবে উপস্থাপন করতে যাতে আপনারা সহজেই বুঝতে পারেন এবং শিক্ষাগুলো নিজের জীবনে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারেন।

কেন এই বইটি লেখা হলো?

প্রত্যেক মানুষ সফল হতে চায়। তবে সফলতার সংজ্ঞা সবার জন্য এক নয়। কারও জন্য এটি আর্থিক সচ্ছলতা, কারও জন্য মানসিক শান্তি, আবার কারও

জন্য এটি একটি সুখী ও অর্থপূর্ণ জীবন। তবে সফলতার পথ যে-ই হোক না কেন, এর পেছনে নির্দিষ্ট কিছু মূলনীতি কাজ করে।

জিম রন বলেছিলেন, ‘Success is neither magical nor mysterious. Success is the natural consequence of consistently applying basic fundamentals.’ (সাক্ষ্য কোনো জাদু বা রহস্য নয়। এটি মৌলিক নীতিগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করার স্বাভাবিক ফলাফল।)

আমি জিম রনের কথার সাথে পরিপূর্ণভাবে একমত। জিম রনের মৌলিক নীতির ধারণাগুলো হলো :

- স্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা।
- নিজের প্রতি বিশ্বাস গড়ে তোলা।
- পরিশ্রম এবং ধারাবাহিকতায় অবিরল থাকা।
- নিজেকে প্রতিনিয়ত উন্নত করার অভ্যাস গড়ে তোলা।

ডেল কার্নেগি একবার বলেছিলেন, ‘Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success.’ (ব্যর্থতা থেকেই সাফল্যের বিকাশ ঘটে। হতাশা এবং ব্যর্থতা হলো সাফল্যের দুটি নিশ্চিত ধাপ।) এই কথাটিও সার্বজনীন এবং গুরুত্বের দিক থেকে অনন্য।

এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ে এমন কিছু গল্প থাকবে, যেখানে প্রধান চরিত্ররা জীবনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। তাদের সংগ্রাম, উত্থান-পতন এবং শেষ পর্যন্ত সাফল্যের পথে উঠে দাঁড়ানোর গল্পের মধ্য দিয়ে এই নীতিগুলো পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সেই গল্প থেকে শেখার মতো মূল পাঠগুলো সহজ ও বাস্তব ভাষায় ব্যাখ্যা করা হবে, যাতে পাঠক সেগুলো নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন।

কাদের জন্য এই বইটি?

আপনার যদি মনে হয়—

- ‘আমার জীবনে পরিবর্তন দরকার, কিন্তু জানি না কীভাবে শুরু করব।’
- ‘আমি কিছুটা এগিয়েছি, কিন্তু আরও বড় কিছু অর্জন করতে চাই।’
- ‘আমি সফল হতে চাই, কিন্তু সবসময় প্রেরণা ধরে রাখতে পারি না।’

তাহলে এই বইটি আপনার জন্য।

এই বই শুধু তাদের জন্য নয়, যারা ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জন করতে চায়। এটি তাদের জন্যও, যারা অন্যদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে চায় তাই

সে চাকরি বা ব্যবসা যাই হোক না কেন। সাইমন সিনেক তার বই ‘Start with Why’-এ বলেছেন, ‘People don’t buy what you do; they buy why you do it.’ (মানুষ তোমার কাজ কেন পছন্দ করবে, তা তোমার উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে।)

আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি আমার এই বইটি আপনাকে দেখাবে, কীভাবে নিজের উদ্দেশ্য এবং সাফল্যের গল্প দিয়ে অন্যদের অনুপ্রাণিত করা যায়।

এই বইয়ের কাঠামো

বইটি ১৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায় একটি ভিন্ন গল্প নিয়ে তৈরি, যেখানে জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

এই বইয়ের গল্পের চরিত্রগুলো আমাদের আশেপাশের মানুষের মতো। কখনো তারা হতাশায় ভোগে, কখনো সংকল্পবদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারা সফল হতে চায়, আবার মাঝেমধ্যে হেরে যায়। তবে প্রতিটি গল্পের শেষেই পাঠক নতুন কিছু শিখতে পারবেন। বইটিতে ঢাকা শহরকে কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে কারন রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করেই আমাদের অর্থনীতির প্রধানতম অংশ আবর্তিত। আবার দেশের অধিকাংশ মানুষ ঢাকামুখী বিভিন্ন কারণে।

প্রতিটি গল্পের শেষে থাকবে একটি ‘লেসন বা শিক্ষা’, যেখানে গল্পের শিক্ষাগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করা হবে, যা আপনি চাইলেই নিজের জীবনে ব্যবহার করতে পারবেন।

এই বই পড়ে আপনি কী পাবেন?

রবার্ট কিয়োসাকি তার বইতে বলেছেন, ‘The single most powerful asset we all have is our mind. If it is trained well, it can create enormous wealth.’ (আমাদের সবার সবচেয়ে শক্তিশালী সম্পদ হলো আমাদের মন। এটি যদি সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত হয়, তবে এটি অসাধারণ কিছু সৃষ্টি করতে পারে।)

এই বই পড়ার মাধ্যমে আপনি শিখবেন :

- কীভাবে আপনার লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন।
- নেতিবাচক চিন্তাভাবনা থেকে মুক্তি পাবেন।
- নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস তৈরি করবেন।
- সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কৌশল রপ্ত করবেন।

- আপনার কাজ এবং সম্পর্কগুলোর প্রভাব বুঝতে পারবেন।

অন্য কথায়, এই বইটি আপনার জীবনের নকশা আঁকার একটি গাইডবুক হিসেবে কাজ করবে। এটি আপনাকে দেখাবে, সাফল্য কেবল একটি গন্তব্য নয়, এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

লেখকের বক্তব্য

আমাদের সবার জীবনেই এমন সময় আসে, যখন আমরা নিজেদের সম্পর্কে সন্দেহ করি, হতাশায় ডুবে যাই। আমিও এর ব্যতিক্রম নই। সফল ব্যক্তিদের জীবনের গল্প পড়ে, তাদের কৌশল শিখে এবং সেগুলো নিজের জীবনে প্রয়োগ করে ধীরে ধীরে আমি উপলব্ধি করেছি, আমরা যত খারাপ অবস্থাতেই থাকি না কেন পরিবর্তন সম্ভব, অবশ্যই সম্ভব।

জন সি ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন, (How Successful People Think—বইয়ের লেখক)

‘A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.’ (একজন নেতা তিনিই, যিনি পথ জানেন, পথ চলেন, এবং অন্যকে পথ দেখান।)

এই বইটি লেখার মাধ্যমে আমি সেই পথ দেখানোর চেষ্টায় আপনাদের সাথে থাকার চেষ্টা করেছি। তবে একটি বিষয় সবসময় মনে রাখতে হবে—জ্ঞান শুধুমাত্র তখনই কার্যকর হয়, যখন তা কাজে লাগানো হয়।

যদি এই বইটি আপনার ভেতরে পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগায়, তবে দেরি করবেন না। আজই শুরু করুন। কারণ, সফলতা কোনো দূর অতীতে বা ভবিষ্যতে নয়, এটি আমাদের বর্তমানের প্রতিটি পদক্ষেপে তৈরি হয়। আপনি কি আপনার যাত্রা শুরু করতে প্রস্তুত?

চলুন শুরু করি!

জীবন बदলানোর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় লাগে না। এটি এক মুহূর্তের সিদ্ধান্ত থেকেও শুরু হতে পারে। এই বইটি পড়তে পড়তে আপনি নিজেও সেই মুহূর্তগুলো অনুভব করবেন। আর যাত্রাটি শুরু হবে প্রথম অধ্যায় থেকে—স্বপ্নের বীজ : তুমি কি আসলেই জানো তুমি কী চাও?

আমরা একসঙ্গে সফলতার পথে পা বাড়াতে প্রস্তুত। চলুন, যাত্রা শুরু করি। GET READY!

সূচিপত্র

গুরু- সাফল্যের পথে যাত্রা / ১৩

অধ্যায় ১ : স্বপ্ন দেখা- তুমি কি আসলেই জানো তুমি কী চাও? / ১৭

অধ্যায় ২ : লক্ষ্য নির্ধারণ- সাফল্যের দিকনির্দেশনা / ৩০

অধ্যায় ৩ : আপনার 'কেন' খুঁজে বের করা- অনুপ্রেরণার মূল উৎস / ৪২

অধ্যায় ৪ : সঠিক পরিবেশ তৈরি করা- সাফল্যের মঞ্চ প্রস্তুত করা / ৫০

অধ্যায় ৫ : নেতিবাচক চিন্তার চক্র ভাঙা- মানসিক শক্তির উন্নতি / ৬৬

অধ্যায় ৬ : সময়- সফলতা এবং ব্যর্থতার মধ্যে পার্থক্য / ৭৭

অধ্যায় ৭ : নিজেকে বিনিয়োগ করা- সাফল্যের জন্য উন্নতি / ৯০

অধ্যায় ৮ : অ্যাকশন- পরিকল্পনা ছাড়া স্বপ্ন শুধুই কল্পনা / ১০৮

অধ্যায় ৯ : ধৈর্য ও দৃঢ়তা- সাফল্যের পথে কখনও থামবেন না / ১২৩

অধ্যায় ১০ : পরিকল্পনার শক্তি- গন্তব্যে পৌঁছানোর সঠিক পথ / ১৩৬

অধ্যায় ১১ : সম্পদের মানসিকতা- অভাব থেকে প্রাচুর্য / ১৫৮

অধ্যায় ১২ : উদ্যোগ এবং ঝুঁকি- কখন এবং কীভাবে ঝুঁকি নেওয়া উচিত / ১৭৬

অধ্যায় ১৩ : ক্রমাগত শিখন- সাফল্যের জন্য শেখার অভ্যাস গড়ে তোলা / ১৯১

অধ্যায় ১৪ : স্বাস্থ্যের শক্তি- শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা / ২০৭

অধ্যায় ১৫ : লক্ষ্যপূরণের উদ্যম- অনুপ্রেরণাকে কাজে লাগানো / ২২১

জীবনে সাফল্যের পথে এক নতুন যাত্রা / ২৩৭

সাক্ষ্যের পথে যাত্রা

‘সাক্ষ্যের দিকে প্রথম পদক্ষেপ হলো নিজের সামর্থ্যের ওপর
বিশ্বাস।’—*ক্রস লি*

সাক্ষ্য মানে শুধু লক্ষ্য অর্জন নয়, এটি একটি নিরবিচ্ছিন্ন যাত্রা, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের দিকে পরিচালিত করে। ক্রস লির এই উদ্ধৃতি আমাদের জীবনের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ শিখায়—যে কোনো কিছু অর্জন করতে হলে, আমাদের প্রথমে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। যে মানুষ নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে কখনোই তার লক্ষ্য পূরণ করতে পারে না। নিজেকে বিশ্বাস করার শক্তি মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন।

১. নিজের সামর্থ্য উপলব্ধি করা

সাক্ষ্যের পথে প্রথম পদক্ষেপ হলো নিজের সামর্থ্য উপলব্ধি করা। আমরা অনেকেই নিজেদের সক্ষমতা নিয়ে সন্দেহান্বিত থাকি, কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, প্রতিটি মানুষই বিশেষ কিছু করার ক্ষমতা রাখে। এই বিশেষ ক্ষমতাগুলো আমাদের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে থাকে, কিন্তু তা বের করে আনার জন্য আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। যখন আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা এবং শক্তি সম্পর্কে সচেতন হতে পারি, তখনই আমরা একে অপরকে ছাপিয়ে নতুন নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারি।

২. বিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাসের পার্থক্য

বিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাসের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। বিশ্বাস সাধারণত বাইরের কিছু বা অন্য কারও প্রতি থাকে—যেমন : ‘আমি

বিশ্বাস করি আমার প্রিয়জন আমার পাশে থাকবে।’ কিন্তু আত্মবিশ্বাস হলো নিজের প্রতি বিশ্বাস—যা আমাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সাহায্য করে। আপনি যদি নিজেকে বিশ্বাস করেন, তবে আপনি যে কোনো পরিস্থিতিতে প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন। ক্রস লির উক্তি থেকে যে বার্তা পাওয়া যায়, তা হলো: ‘সাক্ষ্য অর্জন করতে হলে, আমাদের প্রথমে নিজের প্রতি বিশ্বাস থাকতে হবে।’

৩. নিজের ওপর বিশ্বাস তৈরি করা

এখন প্রশ্ন আসে, কিভাবে নিজের ওপর বিশ্বাস তৈরি করা যায়? এক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ রয়েছে—

ক. ইতিবাচক চিন্তা : আপনার মনের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তা থাকতে হবে। যদি আপনি মনে করেন, ‘আমি এই কাজটি করতে পারব না’, তবে সেখানেই আপনি বাধাগ্রস্ত হবেন। কিন্তু যদি আপনি মনে করেন, ‘আমি এই কাজটি করতে সক্ষম, এবং আমি এই চ্যালেঞ্জকে জয় করতে পারব’, তাহলে আপনার সফলতা নিশ্চিত। ইতিবাচক মনোভাব আপনাকে শক্তি দেবে এবং সঠিক দিকনির্দেশনা দেবে।

খ. নিজেকে পুরস্কৃত করা : সাক্ষ্য অর্জনের জন্য ধীরে ধীরে ছোট ছোট লক্ষ্য স্থির করে এগিয়ে চলা উচিত। যখনই আপনি একটি লক্ষ্য পূর্ণ করেন, নিজেকে পুরস্কৃত করুন। এটি আপনাকে আরও উৎসাহিত করবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

গ. ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ : ভুল করা একটি সাধারণ মানবিক অভ্যাস। কিন্তু, আপনার উচিত ভুলগুলোর মধ্যে শিক্ষা খোঁজা। যখন আপনি কিছু ভুল করেন, তখন নিজের ওপর তাড়াতাড়ি নিন্দা করবেন না। পরিবর্তে, আপনি শিখুন এবং সেই শিক্ষা দিয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠুন। ক্রস লি বলেছিলেন, ‘আমি কখনো হারি না, আমি হয়তো জয়ী হই, নতুবা শিখে যাই।’

ঘ. সততা এবং দৃঢ়তা : নিজের ওপর বিশ্বাস গড়তে হলে, নিজের প্রতি সৎ থাকতে হবে। যে ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা, এবং দুর্বলতাগুলো জানে এবং তাদের গ্রহণ করে, সে আরো বিশ্বাসযোগ্য এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এছাড়া, দৃঢ়তা থাকতে হবে—যতই চ্যালেঞ্জ আসুক, আপনি যদি নিজের লক্ষ্য থেকে সরে না আসেন, তবে আপনি সফল হবেনই।

৪. সাফল্যের পথে বাধা আসবেই

এটি সত্যি যে, সাফল্যের পথে বাধা আসবেই। সাফল্য একেবারে মসৃণ পথ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি পথচলায় আছেন, কিছু না কিছু বাধা আসবেই। কিন্তু, যতই সমস্যায় পড়ুন না কেন, যদি আপনি নিজের ওপর বিশ্বাস রাখেন, তবে আপনি সে বাধাগুলো অতিক্রম করতে পারবেন। কোনো বড় সাফল্য কখনো সহজে আসে না। আপনাকে কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য এবং আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে।

৫. অভিজ্ঞতা এবং শেখার ভূমিকা

নিজের ওপর বিশ্বাস তৈরি করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো অভিজ্ঞতা এবং শেখা। আপনি যদি একটি নতুন কিছু শিখেন, তবে এটি আপনার আত্মবিশ্বাস এবং সামর্থ্যকে শক্তিশালী করবে। প্রতিদিন কিছু না কিছু শিখতে থাকুন। আপনার দক্ষতা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার বিশ্বাসও বৃদ্ধি পাবে। যখন আপনি একটি কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেন, তখন আপনার বিশ্বাসও নতুন এক স্তরে পৌঁছায়।

৬. দ্বিধা কাটানো

অনেক সময় আমরা সাফল্যের পথে যাত্রা শুরু করার আগে দ্বিধায় পড়ে যাই। কিন্তু বিশ্বাস রাখুন, যে মুহূর্তে আপনি দ্বিধা কাটাতে পারবেন, সেদিন থেকে আপনার পথের বাধা অনেক কমে যাবে। কোনো বিষয়ে যদি আপনার ধারণা পরিষ্কার না থাকে, তবে নিজের অনুভূতিকে অনুসরণ করুন। নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখুন এবং তারপর সিদ্ধান্ত নিন।

৭. সাফল্য এবং আত্মবিশ্বাসের সম্পর্ক

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সাফল্যের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আপনি যতটা আত্মবিশ্বাসী হবেন, ততই আপনার সফলতার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। এটি একটি পদ্ধতিগত সম্পর্ক—আপনার বিশ্বাস যত বেশি হবে, আপনি তত বেশি সফল হবেন। আত্মবিশ্বাস আপনাকে সাহস জোগায়, এবং সাহস আপনাকে নতুন কিছু করার দিকে পরিচালিত করে। সুতরাং, সাফল্য অর্জনে আত্মবিশ্বাসের বিকল্প কিছু নেই।

ব্রুস লির উক্তি—‘সাফল্যের দিকে প্রথম পদক্ষেপ হলো নিজের সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাস’—একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জীবনধারণের নীতির প্রতিফলন। যদি আপনি নিজের ওপর বিশ্বাস না রাখেন, তবে সাফল্য আপনার হাতের নাগালে কখনই আসবে না।

তাই, আসুন, আজ থেকে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখার শপথ নিই এবং সাফল্যের পথে প্রথম পদক্ষেপটি গ্রহণ করি।

জাবিদের জীবনযাত্রা আমাদের অনেকের মতো। স্বপ্ন ছিল, কিন্তু সেই স্বপ্ন তার সঠিক গন্তব্য খুঁজে পায়নি।

স্বপ্ন হারানোর কারণ

জীবনে সফল হতে হলে স্বপ্ন দেখা প্রয়োজন। কিন্তু সেই স্বপ্ন হারিয়ে গেলে আমাদের জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে।

বাস্তব জীবনের চাপে, সামাজিক বাধ্যবাধকতায়, এবং অস্পষ্ট লক্ষ্যবস্তুর কারণে আমরা প্রায়ই আমাদের স্বপ্নের পথ থেকে সরে যাই। এর পেছনে কয়েকটি প্রধান কারণ রয়েছে, যা নিচে বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

১. ব্যস্ত জীবনের চাপ

ঢাকার মতো একটি শহরে জীবন এতটাই ব্যস্ত যে মানুষের নিজস্ব স্বপ্ন নিয়ে ভাবার সময়ই নেই। প্রতিদিনের রুটিন কাজ, যানজট, এবং জীবনযাপনের অন্যান্য দায়িত্ব মানুষকে এতটাই ব্যস্ত করে রাখে যে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বা স্বপ্ন নিয়ে চিন্তা করার সময় বের করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আমার মনে পড়ে জিম রনের একটি বিখ্যাত উক্তি :

“If you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan. And guess what they have planned for you? Not much.”

(‘যদি তুমি তোমার নিজের জীবনের পরিকল্পনা তৈরি না করো, তবে অন্য কেউ তোমার জন্য পরিকল্পনা করবে। এবং তারা তোমার জন্য খুব একটা ভালো কিছু পরিকল্পনা করবে না।’)

আমাদের ব্যস্ত জীবনের রুটিন যদি অন্য কারো পরিকল্পনার অধীনে চলে যায়, তবে আমাদের নিজস্ব স্বপ্ন পূরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই ব্যস্ততার মধ্যে সময় বের করে নিজেদের জন্য পরিকল্পনা করতে না পারলে আমরা শুধুমাত্র অন্যের লক্ষ্য পূরণের যন্ত্র হয়ে থাকি।

আমাদের নিচের কাজগুলো মনোযোগ দিয়ে করা উচিত যদি স্বপ্নকে জীবন্ত রেখে তা পূরণ করতে চাই :

- প্রতিদিন অন্তত ১৫-৩০ মিনিট নিজের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নিয়ে চিন্তা করুন।

প্রথম অধ্যায়

স্বপ্ন দেখা—তুমি কি আসলেই জানো তুমি কী চাও?

‘তোমার স্বপ্নই তোমার জীবনের মানচিত্র। তুমি কি সত্যিই জানো কোথায় যেতে চাও?’

একটি জীবন্ত শহরের গল্প

ঢাকা, এক ব্যস্ত শহর। প্রতিদিনের কোলাহল, যানজট, আর সীমাহীন চ্যালেঞ্জের মধ্যে প্রতিটি মানুষ লড়াই করছে তার নিজের জীবনের জন্য। কেউ চাকরির পিছনে দৌড়াচ্ছে, কেউ ব্যবসা শুরু করার জন্য পরিকল্পনা করছে, আবার কেউ জীবনের পথে হারিয়ে তীব্র হতাশায় দিন কাটাচ্ছে।

এই শহরের প্রতিটি গলিতে, প্রতিটি বাসায় একটি সাধারণ প্রশ্ন ভাসে : “আমার জীবন কি শুধুই এই রুটিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে? আমার আসল লক্ষ্য কী?”

জাবিদের হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন

২৮ বছর বয়সী জাবিদ পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডে ভাড়া বাসায় থাকেন। তিনি গুলশানের একটি কর্পোরেট অফিসে কাজ করেন। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হওয়ার সময় তার মনে ছিল বিশাল স্বপ্ন। নিজের কিছু করার ইচ্ছা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বপ্নগুলো শুকনো পাতার মতো বিবর্ণ হয়ে গেছে।

প্রতিদিন সকালে অফিসের জন্য বের হওয়া, ট্রাফিকে আটকে থাকা, আট ঘণ্টার একঘেয়ে কাজ—জাবিদের জীবন যেন একটি চক্রে আটকে গেছে। তার মাথায় একটি প্রশ্ন বারবার ঘুরে :

‘এটাই কি আমার জীবন? আমার স্বপ্নগুলো কোথায় হারিয়ে গেল?’

- একটি ডায়েরি বা নোটবুক ব্যবহার করে স্বপ্ন ও লক্ষ্য লিখে রাখুন।
- আপনার প্রতিদিনের কাজের রুটিন থেকে অপ্রয়োজনীয় কাজ বাদ দিয়ে স্বপ্ন পূরণের জন্য সময় বের করুন।

২. আর্থিক নিরাপত্তার উদ্দেশ্য

অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে অনেক সময় আমরা এই আর্থিক নিরাপত্তার তাগিদে আমাদের বড় স্বপ্নগুলোকে ভুলে যাই। আমাদের অধিকাংশ সময় কেটে যায় চাকরি করার জন্য, যা প্রায়শই অন্যের স্বপ্ন পূরণের জন্য কাজ করার মতো।

রবার্ট কিয়োসাকির একটি বিখ্যাত কথা :

‘Financial security comes from owning your own future, not working for someone else.’

(‘আর্থিক নিরাপত্তা আসে নিজের ভবিষ্যৎ নিজে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে, অন্যের জন্য কাজ করে নয়।’)

যখন আমরা কেবলমাত্র অন্যের পরিকল্পনার অধীনে কাজ করি, তখন আমরা নিজের ভবিষ্যতের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। এটি আমাদের স্বপ্নকে ধ্বংস করে দেয় এবং আমরা একটি নিরাপত্তাহীন, নির্ভরশীল জীবনে আটকে পড়ি। আমাদের উচিত নিজের পরিকল্পনা নিয়ে নিজেই কাজ করা।

সমাধান কি তাহলে?

- নিজের আর্থিক ভবিষ্যৎ তৈরি করতে সক্ষম এবং বিনিয়োগ শুরু করুন।
- একটি ছোট ব্যবসা বা ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ারের পরিকল্পনা করুন, যা আপনাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেবে।
- আপনার দক্ষতাগুলো উন্নত করুন, যা আপনাকে আরও বড় আর্থিক স্বাধীনতা দিতে পারে।

৩. পরিষ্কার লক্ষ্য না থাকা

স্বপ্ন পূরণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো একটি স্পষ্ট লক্ষ্য থাকা। অস্পষ্ট স্বপ্ন কখনোই পূরণ হয় না। যদি আমরা না জানি আমাদের লক্ষ্য কী, তবে আমরা কোথায় যাব, তা ঠিক করাও অসম্ভব।

জন সি ম্যাক্সওয়েলের একটি বিখ্যাত উক্তি :

‘Dreams don’t work unless you do, and to work effectively, you need a clear goal.’

(‘স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় না যদি তুমি কাজ না করো। আর কাজ করতে হলে একটি স্পষ্ট লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন।’)

যে স্বপ্নের পেছনে পরিষ্কার পরিকল্পনা এবং লক্ষ্য নেই, তা কেবল কল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অনেক সময় আমরা বড় বড় স্বপ্ন দেখি, কিন্তু সেই স্বপ্ন কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, তা নিয়ে ভাবি না।

কী করতে হবে?

- একটি পরিষ্কার এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করুন।
উদাহরণস্বরূপ : ‘আমি আগামী ১ বছরের মধ্যে একটি অনলাইন ব্যবসা শুরু করব।’
- আপনার লক্ষ্যকে ছোট ছোট ধাপে ভাগ করুন এবং সেগুলো ধীরে ধীরে অর্জন করুন।
- প্রতিদিন আপনার লক্ষ্য এবং অগ্রগতির দিকে নজর দিন। এটি আপনাকে সঠিক পথে রাখবে।

চলুন বিষয়টি নিয়ে আমরা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করি।

কেন মানুষ তাদের স্বপ্ন হারায়ে?

১. সময় এবং প্রাথমিক উদ্যোগের অভাব : আমরা প্রায়ই ভাবি, ‘আমার সময় নেই’, অথবা ‘এটা খুব কঠিন।’
২. পরিবার এবং সামাজিক চাপ : অনেক সময় আমাদের পরিবার বা সমাজ আমাদের স্বপ্ন পূরণে বাধা দেয়। তারা নিরাপত্তার পক্ষে কাজ করতে উৎসাহিত করে, স্বপ্ন পূরণে ঝুঁকি নিতে নয়।
৩. ব্যর্থতার ভয় : অনেকে ভাবেন, ‘যদি আমি ব্যর্থ হই, তবে অন্যরা কী বলবে?’ এই ভয় তাদের উদ্যোগ নিতেও বাধা দেয়।

এই সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠার উপায়

১. নিজের জন্য সময় বের করুন : ব্যস্ত জীবনের মাঝেও নিজের স্বপ্ন নিয়ে চিন্তা করার জন্য সময় বের করুন।